সংক্ষিপ্ত দৈনন্দিন সুন্নাহ

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

সংক্ষিপ্ত দৈনন্দিন সুন্নাহ

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

অন্তিম প্রকাশনী

সংক্ষিপ্ত দৈনন্দিন সুন্নাহ

লেখক : হাবীবুল্লাহ মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর

সম্পাদক : জিহাদুল ইসলাম

অনুলিপক : মূসা বিন এনামুল হক

গ্রন্থস্বত্ব : অন্তিম প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ৪ই জিলক্বদ, ১৪৪৭ হিজরী
২২ই এপ্রিল, ২০২৬ ঈসায়ী

মুদ্রণ : অন্তিম প্রেস, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশনায় : অন্তিম প্রকাশনী

নির্ধারিত মূল্য : ৬০ (ষাট) টাকা।

ওয়েবসাইট : https://gazwatulhind.site
কাফেলা : https://linktr.ee/kafela_official

যোগাযোগ : backup.2024@hotmail.com

অন্যান্য বইগুলো : https://cutt.ly/akhirujjamanbooks
https://dl.gazwatulhind.site

বই কিনুন : https://fb.com/OntimProkashoni/

SHONGKHIPTO DOINONDIN SUNNAH WRITTEN BY HABIBULLAH MAHMUD BIN ABDUL QADIR, EDITED BY JIHADUL ISLAM. PUBLISHED BY ONTIM PROKASHONI. COPYRIGHT: PUBLISHER. 1st PUBLISHED ON: 22th APRIL 2026 ISAYI, 4th JUL QADAH 1447 AH HIJRI.

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

লেখক পরিচিতি	০৪
ভূমিকা	০৫
প্রথম পাঠ : ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পরে এবং জীবিকার কর্ম শুরু করার পূর্বের সুন্নাহ সম্পর্কে	০৬
দ্বিতীয় পাঠ : জীবিকা অর্জনের কর্মের সূচনা পূর্বেই নিজ গৃহের পালনীয় সুন্নাহ সম্পর্কে	০৯
তৃতীয় পাঠ : নিজ গৃহের বাইরের পালনীয় সুন্নাহ সম্পর্কে	১৩
চতুর্থ পাঠ : পানাহারের সুন্নাহ সম্পর্কে	১৭
পঞ্চম পাঠ : স্বীয় পোশাক পরিধানে পালনীয় সুন্নাহ সম্পর্কে	২১
ষষ্ঠ পাঠ : সাজ্জ-সজ্জার মধ্যে পালনীয় সুন্নাহ সম্পর্কে	২৩
সপ্তম পাঠ : কতিপয় কর্মে পালনীয় সুন্নাহ সম্পর্কে	২৬
অষ্টম পাঠ : চলা-ফেরা ও উঠা-বসায় পালনীয় সুন্নাহ সম্পর্কে	২৯
নবম পাঠ : রোগব্যাধি অবস্থায় করণীয় সুন্নাহ সম্পর্কে	৩৩
দশম পাঠ : রাত আগমন করলে করণীয় সুন্নাহ সম্পর্কে	৩৬

লেখক পরিচিতি

নাম মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তাঁর স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে "হাবীবুল্লাহ মাহমুদ" নামে চেনে। পিতা আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

জন্মঃ তিনি ১৪১৬ হিজরীর জুমাদিউল আওয়াল মাসের ৬ তারিখ (ঈসায়ী ১৯৯৫ সালের ১লা অক্টোবর) রবিবার সকালে নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের অন্তর্গত উত্তর গাঁওপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েক জন উর্ধ্বতন পুরুষের নামঃ

■ পিতার দিক হতে- আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল-যোবায়েরী (রহঃ) বিন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী (রহিঃ)। যিনি ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে 'বদরী কাফেলা' নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্দী থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন।[১]

■ মাতার দিক হতে- সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবনঃ তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অতঃপর তাঁর নানার সহযোগিতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অতঃপর বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

---

১. ভারতবর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস (মুসলিম শাসন), লেখক: আব্দুল করিম মোতেম, (পৃষ্ঠা ৩০৬)।

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ইন্নাল হামদা লিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়ানুছল্লি ‘আলা রসূলিহিল কারীম, আম্মাবা’দ।

মহান আল্লাহ তা’য়ালা মানবজাতিকে সর্বোত্তম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিকে তাদের খেদমতে নিয়োজিত রেখেছেন যেন পৃথিবীতে বসবাস করতে তাদের বড় ধরণের কোনো সমস্যা না হয়। তার মূল কারণ এই যে, এই মানবজাতিও শুধুমাত্র মহান আল্লাহ তা’য়ালারই ইবাদাত বা গোলামী করবে।

আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾

"আমি মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি এজন্য যে, তারা শুধু আমার ইবাদাত করবে।" (সূরহ যারিয়াত, আ: ৫৬)

আর এই ইবাদাতটা শুরু হয় বান্দা ঘুম হতে জাগ্রত হওয়া থেকে শুরু করে আবার ঘুমানো পর্যন্ত। বাকি ঘুমটাও আল্লাহ তা’য়ালার ইবাদাত এবং বান্দার জন্য একটা পুরস্কার। কেননা, ঘুমে ইবাদত হিসেবে বান্দার জন্য সাওয়াব লিপিবদ্ধ হলেও ঘুমের মধ্যে থাকা অবস্থায় কোনো গুনাহ বান্দার জন্য লেখা হয় না। (সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি)

অতঃপর বান্দা ঘুম হতে জাগ্রত হাওয়া থেকে শুরু করে আবার ঘুমানো পর্যন্ত যত সুন্নাহ ইবাদাত রয়েছে তার মধ্য হতে বাছাই করে খুবই সংক্ষিপ্ত ভাবে সারাদিনের সুন্নাত পালনের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি কিতাব লিখলাম। আর আমি কিতাবটির নামকরণ করলাম “সংক্ষিপ্ত দৈনন্দিন সুন্নাহ”।

আশা করি কিতাবটি সকলের উপকারে আসবে, ইংশাআল্লাহ।

নিবেদক
হাবিবুল্লাহ মাহমুদ
১৮/১০/৪৭ হিজরি

প্রথম পাঠ

ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পরে এবং জীবিকার কর্ম শুরু করার পূর্বের সুন্নাহ সম্পর্কে

✍ রাতের শেষ ভাগে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর বিছানায় বসে দুই হাত দিয়ে ভালোভাবে মুখমণ্ডল মুছে চেহারা হতে ঘুমের ভাব দূর করা সুন্নাহ।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَوَضَّأُ، وَرُبَّمَا قَالَ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ

[১] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ রাতে ঘুমিয়ে যান। অতঃপর যখন অর্ধরাত বা তার কিছু আগে পরে জাগ্রত হন। অতঃপর তিনি দু'হাত মুখে মুছে ঘুমের প্রভাব দূর করেন।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ১৮৩, মান-সহিহ)

✍ ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর নিচের দুয়া পাঠ করা সুন্নাহ-

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

অর্থ: যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যুর (ঘুমের) পর জীবন দান করলেন এবং তার কাছেই (আমরা) ফিরে যাবো।

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا، وَإِذَا قَامَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ"

[২] হযরত হুযাইফা (রা:) বলেন- "নবী ﷺ যখন বিছানায় যেতেন, বলতেন- হে আল্লাহ! তোমার নামে মৃত্যুবরণ করি (ঘুমাই) ও জীবন লাভ করি। আর যখন ঘুম থেকে উঠতেন বলতেন- যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি

আমাদের মৃত্যুর (ঘুমের) পর জীবন দান করলেন এবং তাঁর কাছেই (আমরা) ফিরে যাবো।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৬৩১২, মান-সহিহ)

✍ ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর নিচের দু'য়া পাঠ করা উত্তম সুন্নাহ-

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَعَافَانِي فِي جَسَدِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ"

অর্থ: যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার রুহ আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন, আমার শরীরকে সুস্থ রাখলেন এবং আমাকে তার যিকর করার সুযোগ দিলেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَعَافَانِي فِي جَسَدِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ"

[৩] হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন- "নবী ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, সে যেন বলে- যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার রুহ আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন, আমার শরীর সুস্থ রাখলেন এবং আমাকে তাঁর যিকর করার সুযোগ দিলেন।" (সুনানে তিরমিজি, হা: নং: ৩৪০১, মান-সহিহ)

✍ দুয়া যিকর শেষে ওযুর পূর্বে মিসওয়াক করা সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ، إِلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ»

[৪] হযরত আবু হুরাইরা (রা:) ও আম্মাজান আয়িশা (রা:) বলেন- "নবী ﷺ দিনে বা রাতে যখনই ঘুম থেকে উঠতেন, ওযু করার পূর্বে মিসওয়াক করতেন।" (আবু দাউদ, হা: নং: ৫৭)

✍ ঘুম থেকে উঠার পর মিসওয়াক করে ওযূর পূর্বেই হাত তিনবার ধোয়া সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ"

[৫] হযরত আবু হুরাইরা(রা:) বলেন- "নবী ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, সে যেন পাত্রে হাত ঢোকানোর আগে তিনবার হাতে পানি ঢেলে ধুয়ে নেয়। কারন সে জানে না রাতে তার হাত কোথায় ছিলো।" (সহিহ মুসলিম, ই.ফা., হা: নং: ৫৩৬, মান-সহিহ)

✍ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর ওযুর সময় নাক তিনবার ভালোভাবে ঝেড়ে ফেলা সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَتَوَضَّأَ، فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ"

[৬] হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন- "নবী ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, সে যেন তিনবার নাক ঝাড়ে (নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করে)। কারণ শয়তান তার নাকের ছিদ্রে রাত কাটায়।" (ছহিহ বুখারি, ই.ফা., হা: নং: ৩০৬৩, মান-সহিহ)

দ্বিতীয় পাঠ

জীবিকা অর্জনের কর্মের সূচনা পূর্বেই নিজ গৃহের পালনীয় সুন্নাহ সম্পর্কে

✍ নিজগৃহে তাহাজ্জুতের ছলাত আদায় করা সুন্নাহ।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى، يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

[৭] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন- "(একরাতে আল্লাহর রছূল ﷺ তাহাজ্জুতের ছলাত আদায়ের জন্য ঘুম থেকে উঠলেন) আমিও উঠলাম এবং তিনি যা করলেন তার মত করলাম, তারপর গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালাম। তখন আল্লাহ রছূল ﷺ তার ডান হাত আমার মাথায় রাখলেন এবং আমার ডান কান ধরে মৃদুভাবে মোচড় দিলেন। তারপর দুই দুই রাকাত করে মোট ছয় বার পড়লেন, এরপর বিতর আদায় করলেন।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ১৮৩, মান-সহিহ)

✍ ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত ছলাত নিজগৃহে খুবই হালকাভাবে আদায় করা সুন্নাহ।

عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

[৮] আম্মাজান হাফসা (রা:) বলেন- "নবী ﷺ ফজরের (ফরজ) ছলাতের পূর্বে আমার গৃহে দুই রাকায়াত সুন্নাত পড়তেন এবং তা খুবই হালকা করে পড়তেন।" (ছহিহ মুসলিম, হা: নং: ৭২৩, মান-সহিহ)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخِفُّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى أَقُولَ: قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَمْ لَا؟

[৯] আম্মাজান আয়িশা (রা:) বলেন- "নবী ﷺ ফজরের (ফরজ) ছলাতের পূর্বে দুই রাকায়াত ছলাত পড়তেন এবং তা এতো সংক্ষেপে পড়তেন যে আমি মনে করতাম, তিনি তাতে সূরহ ফাতিহা পড়লেন কি না।" (মুসনাদে আহমাদ, হা: নং: ২৪১৩৩, মান-সহিহ)

✍ পায়খানায় প্রবেশের সময় নিচের দুয়া পাঠ করা সুন্নাহ।

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নাপাক পুরুষ ও নাপাক স্ত্রী শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ".

[১০] হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা:) বলেন- "নবী ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নাপাক পুরুষ ও নাপাক স্ত্রী শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ১৪২, মান-সহিহ)

✍ পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় নিচের দুয়া পাঠ করা সুন্নাহ।

غُفْرَانَكَ

অর্থ: (হে আল্লাহ) আমি তোমার (নিকট) ক্ষমা চাই।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: "غُفْرَانَكَ".

[১১] আম্মাজান আয়িশা (রা:) বলেন- "নবী ﷺ যখন পায়খানা থেকে বের হতেন তখন বলতেন- (হে আল্লাহ) আমি তোমার (নিকট) ক্ষমা চাই।" (সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ৩০, মান-সহিহ)

✍ পোশাক পরিধানের সময় নিচের দুয়া পাঠ করা সুন্নাহ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ

অর্থ: যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং আমার কোনো শক্তি সামর্থ্য ছাড়াই তা আমাকে দান করেছেন।

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ" :مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ"

[১২] মু'আয ইবনে আনাস (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- আর যে ব্যক্তি কোনো পোশাক পরিধান করার সময় বলে- 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং আমার কোনো শক্তি সামর্থ্য ছাড়াই তা আমাকে দান করেছেন।' তবে তার আগের ও পরের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ৪০২৩, মান-ছহিহ)

✍ নতুন পোশাক পরিধানের সময় নিচের দুয়া পাঠ করা সুন্নাহ।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

অর্থ: হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা তোমার, তুমি আমাকে এটি পরিয়েছো। আমি তোমার কাছে এর কল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে এটা তৈরি তার কল্যাণ

চাই। আর আমি এর অকল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে এটি তৈরি তার অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيصًا، أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ: تُبْلَى وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى

[১৩] হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ যখন নতুন পোশাক পরতেন, তখন সেটির নাম ধরে বলতেন- এটি কামিস (জুব্বা) বা পাগড়ি। তারপর বলতেন- হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা তোমার, তুমি আমাকে এটি পরিয়েছ। আমি তোমার কাছে এর কল্যাণ চাই এবং যে উদ্দেশ্যে এটি তৈরি তার কল্যাণ চাই। আর আমি এর অকল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে এটি তৈরি তার অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।" (সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ৪০২০, মান-সহিহ)

✍ অতঃপর কোনো মুসলিমকে ধোয়া নতুনের মত অথবা নতুন পোশাক পরিধান করতে দেখলে নিচের দুয়া পাঠ করা সুন্নাহ।

اِلْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا

অর্থ: নতুন পোশাক পরো, সম্মানের সাথে জীবন যাপন করো এবং শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করো।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى عَلَى رَجُلٍ قَمِيصًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَ تَلْبَسُ الْقَمِيصَ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَلَكِنْ أَنْتَ يَا عُمَرُ، الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا"

[১৪] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ উমর (রা:) এর গায়ে একটি সাদা কামিস (জুব্বা) দেখে বললেন- তোমার এই কাপরটি ধোয়া পুরোনো, নাকি নতুন? তিনি বললেন- না, ধোয়া পুরনো।

তখন নবী ﷺ দুয়া করলেন- নতুন পোশাক পড়, সম্মানের সাথে জীবন যাপন করো এবং শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ কর।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হা: নং: ৩৫৮১, মাহ-সহিহ)

✍ স্বীয় পোশাক খুলে রাখার সময় নিচের দুয়া পাঠ করা সুন্নাহ।

بِسْمِ اللَّهِ

অর্থ: আল্লাহর নামে।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا وَضَعَ أَحَدُهُمْ ثَوْبَهُ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ"

[১৫] হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- জিনের দৃষ্টি থেকে আদম সন্তানের গোপনাঙ্গের পর্দা হলো এই যে, তোমাদের কেউ পোশাক খুলার সময় বলবে- আল্লাহর নামে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হা: নং: ৩৯৯, মান-সহিহ)

তৃতীয় পাঠ

নিজ গৃহের বাইরের পালনীয় সুন্নাহ সম্পর্কে

✍ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় নিচের দুয়া পাঠ করা সুন্নাহ।

بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

অর্থ: আল্লাহর নামে, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো (পাপ থেকে বাঁচার ও সৎকর্ম করার) শক্তি নেই।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَثْعَمِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ، فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ: يُقَالُ

حِينَئِذٍ: هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ"

[১৬] হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- কেউ যখন তার ঘর থেকে বের হয় এবং বলে- আল্লাহ নামে, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো (পাপ থেকে বাচার ও সৎকর্ম করার) শক্তি নেই। তখন তাকে (ফেরেস্তাদের পক্ষ হতে) বলা হয়- তুমি যথেষ্ট করলে, রক্ষা পেলে এবং শয়তান তোমার থেকে দূরে সরে গেল।" (সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ৫০৯৫, মান-সহিহ)

✍ নিজগৃহে প্রবেশের সময় নিচের দুয়া পাঠ করা ও পরিবারের লোকদের সালাম প্রদান করা সুন্নাহ।

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ

بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আগমন ও প্রস্থানের কল্যাণ কামনা করি এবং আল্লাহর নামেই আমরা প্রবেশ করি এবং আল্লাহর নামেই বের হই। আর আমাদের রব আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করি।

حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَرَأَيْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ"

[১৭] আবূ মালিক আল-আশ'আরী (রাঃ) বলেন- "রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন কেউ নিজ ঘরে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বলে- 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আগমন ও প্রস্থানের কল্যাণ চাই। আপনার নামে আমি প্রবেশ করি ও বের হই এবং আমাদের রব আল্লাহর উপর ভরসা করি'।

অতঃপর সে যেন তার পরিবারের লোকদের সালাম দেয়।" (সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ৫০৯৬, মান- হাসান)

✍ মসজিদে ফরজ ছলাতের ইকামত হয়ে গেলেও দৌড়াদৌড়ি বা তাড়াহুড়া করে জামায়াত ধরার চেষ্টা না করে প্রশান্তিসহ স্বাভাবিকরূপে হেঁটে যাওয়া সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ، حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:"إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلاَةِ فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ"

[১৮] হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- যখন ছলাতের ইকামাত দেওয়া হয়, তখন তোমরা দৌড়দৌড়ি বা তাড়াহুড়া করে ছলাতে এসো না। বরং প্রশান্তিসহ স্বাভাবিক রূপে ছলাতে শরিক হও। অতঃপর ইমামের সাথে যতটুকু পাবে তা আদায় করো, আর যা ছুটে যাবে তা পূর্ণ করে নিও। কেননা তোমাদের কেউ যখন ছলাতের উদ্দেশে আসে, তখন সে ছলাতরত অবস্থাতেই থাকে।" (ছহিহ মুসলিম, ই.ফা., হা: নং: ১২৩৭, মান- সহিহ)

✍ মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং প্রবেশের সময় নিচের দুয়া পাঠ করা সুন্নাহ।

بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ: আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর রছূলকে ছালাম। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার দয়ার দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ"

[১৯] আল্লাহর রছূল ﷺ এর কন্যা ফাতিমা (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ মসজিদে প্রবেশ কালে বলতেন- আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর রছূলকে ছালাম। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার দয়ার দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হা: নং: ৭৭১, মান- সহিহ)

✍ মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে বের হওয়া এবং নিচের দুয়া পাঠ করা সুন্নাহ।

بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ: আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর রছূলকে ছালাম। হে আল্লাহ! আমার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন।

(দলিল - উপরে উল্লেখিত হাদিসটির শেষাংশ- আর যখন মসজিদ থেকে বের হতেন, তখনও মুহাম্মাদের উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতেন, অতঃপর বলতেন: হে আমার পালনকর্তা! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন।)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ"

[২০] হযরত আবু হুমাইদ আস-সাঈদী (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- তোমাদের যে কেউ মসজিদে প্রবেশ কালে যেন নবী ﷺ এর প্রতি ছালাম পেশ করে, আর তারপর যেন বলে- 'আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রহমাতিক' এবং বের হওয়ার সময় যেন বলে- 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকা মিং ফাদলিক।" (ইবনে মাজাহ, হা: নং: ৭৭২, মান- সহিহ)

চতুর্থ পাঠ

পানাহারের সুন্নাহ সম্পর্কে

✍ আহারের পূর্বে দস্তরখানা বিছানো সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ- قَالَ عَلِيٌّ: هُوَ الإِسْكَافُ- عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: "مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عَلَى سُكُرُجَةٍ قَطُّ، وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ، وَلاَ أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ قَطُّ"

قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: "عَلَى السُّفَرِ"

[২১] হযরত আনাস (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ পায়াবিশিষ্ট বড় পাত্রে খাবার খেতেন না। কাতাদা (রা:) কে জিজ্ঞাসা করা হলো- তাহলে কীসের উপর খাবার খেতেন? তিনি বললেন- চামড়ার দস্তরখানের উপর।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫৩৮৬, মান- সহিহ)

✍ আহারের আগে ও পরে হাত ধোয়া সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الطَّعَامَ غَسَلَ يَدَيْهِ"

[২২] আম্মাজান আয়িশা (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ যখন পানাহারের ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি তাঁর উপর হাত ধুয়ে নিতেন।" (মুসনাদে আহমাদ, হা: নং: ২৪০৮৩, মান- অধিকাংশ আলেমগণ হাদিসটাকে যঈফ মনে করেন)

আমি মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর হাদিসটিকে হাসান মনে করি। এছাড়াও এই হাদিসের উপর এই উম্মাহর আলেমগণ ও জনসাধারণ সকলেরই আমল রয়েছে।

✍ আহারের সময় নিকটবর্তী খাবার ডান হাত দিয়ে খাওয়া ও শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: "سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ"

[২৩] হযরত আবূ নু‘আইম (ওহব ইবনে কায়সান) (রহ.) বলেন- আল্লাহর রছূল ﷺ এর কাছে একদা কিছু খাবার আনা হলো। তার সঙ্গে তার পৌষ্যপুত্র ’উমর ইবনে আবু সালামা’ ছিল। তিনি বললেন- বিসমিল্লাহ বলো এবং নিজের কাছের দিক থেকে খাও।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫৩৭৮, মান- সহিহ)

✍ জামায়াতবদ্ধভাবে আহার করা সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ" قَالَ: "فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ؟" قَالُوا: "نَعَمْ"

قَالَ: "فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ"

[২৪] হযরত ওয়াশী ইবনে হারব (রহি:) তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে- "একদা নবী ﷺ এর সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রছূল!

আমরা খাবার খাই কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারি না। তিনি বললেন- হয়তো তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে খাও। তারা বললেন- হ্যা। তিনি বললেন- তোমরা জামায়াতবদ্ধভাবে আহার করো এবং খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম স্বরণ করো, তবে তাতে বরকত দান করা হবে।।" (সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ৩৭৬৪)

✍ জামায়াতবদ্ধভাবে আহার করার সময় আমির বা ইমামের আহার শুরুর পর আহার করা সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بِطَعَامٍ، فَقَالَ: تَعَالَوْا إِلَى الطَّعَامِ، فَبَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهِ. قَالَ: فَلَمْ يَبْسُطْ أَحَدٌ مِنَّا يَدَهُ حَتَّى بَسَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ"

[২৫] ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন: "আমরা নবী ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তখন খাবার আনা হলো। তিনি বললেন: 'এসো খাবারের দিকে, আল্লাহ তোমাদের জন্য এতে বরকত দান করুন।' বর্ণনাকারী বলেন: আমাদের কেউ হাত বাড়াল না, যতক্ষণ না নবী ﷺ নিজে হাত বাড়ালেন।" (সহীহ বুখারী, হা: নং: ৫৩৭৬, মান- সহিহ)

✍ খাওয়া শেষে হাত চেটে খাওয়া সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ.

[২৬] হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) বলেন- "নবী ﷺ আঙ্গুল ও প্লেটকে চেটে খেতে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন, যখন তোমাদের খাবার খাবে, আঙ্গুল চেটে না খেয়ে হাত মুছবে না। কেননা তোমরা জানো না যে কোন খাবারে বরকত আছে।" (মুসনাদে আহমাদ, আল মাকতাবাতুশ শামেলা, হা: নং: ১৩৮০৯, মান- সহিহ)

✍ তিন নিশ্বাসে পানি পান করা সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، وَزَعَمَ أَنَسٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا"

[২৭] হযরত আনাস (রা:) থেকে বর্নিত- তিনি তিন নিশ্বাসে পানি পান করতেন। তিনি বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ তিন নিশ্বাসে পানি পান করতেন।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হা: নং: ৩৪১৬, মান- সহিহ)

✍ খাওয়া শেষে নিচের দুয়াটি পাঠ করা সুন্নাহ।

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ،

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই খানা খাওয়ালেন এবং আমার শক্তি ব্যতীতই এটা আমাকে দান করলেন।

حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ"

[২৮] হযরত সাহল ইবনে মুয়াজ ইবনে আনাস (রহি:) তার পিতার সূত্রে বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি খাওয়ার পরে বলবে- ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই খানা খাওয়ালেন এবং আমার শক্তি ব্যতীতই এটা আমাকে দান করলেন’ তার আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে।" (সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ৪০২৩, মাহ- সহিহ)

✍ আহার শেষে দস্তরখান উঠানোর সময় নিচের দুয়া পাঠ করা সুন্নাহ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مُوَدَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ، رَبَّنَا

অর্থ: যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অগণিত, পবিত্র ও বরকতময়। (হে আল্লাহ!) আমরা এ থেকে কখনো বিমুখ হতে পারবো না, বিদায় নিতে পারবো না এবং এ থেকে অমুখাপেক্ষী হতেও পারবো না, হে আমাদের পালনকর্তা!"।

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ، قَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مُوَدَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ، رَبَّنَا"

[২৯] হযরত উমামাহ (রা:) বলেন- "নবী ﷺ দস্তরখানা উঠানোর সময় 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অগণিত, পবিত্র ও বরকতময়। (হে আল্লাহ!) আমরা এ থেকে কখনো বিমুখ হতে পারবো না, বিদায় নিতে পারবো না এবং এ থেকে অমুখাপেক্ষী হতেও পারবো না, হে আমাদের পালনকর্তা!' পাঠ করতেন।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫৪৫৮, মান- সহিহ)

পঞ্চম পাঠ

স্বীয় পোশাক পরিধানে পালনীয় সুন্নাহ সম্পর্কে

✍ পুরুষদের জন্য জুব্বা (কামিস) পরিধান করা সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: "كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصُ"

[৩০] আম্মাজান উম্মে সালামা (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ পোশাক হিসেবে কামিস বা জুব্বা সর্বাধিক পছন্দ করতেন।" (শামায়েলে তিরমিজি, হা: নং: ৪৪, মান- সহিহ)

জানা প্রয়োজন: বিভিন্ন হাদিসের ভিত্তিতে বুঝা যায় যে, আল্লাহর রছূল ﷺ এর জামা ঝুল বা লম্বা ছিল টাখনু হতে বেশ কিছু উপর পর্যন্ত অথবা হাটু ও টাখনুর মাঝ বরাবর। আর হাতার দুরত্ব ছিলো কোনটার আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত লম্বা আবার কোনটার হাতা কিছুটা ছোট অথবা হাতের কব্জি পর্যন্ত লম্বা।

✍ সাদা রঙের পোশাক পরিধান করা উত্তম সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ"

[৩১] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন- আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- তোমরা সাদা রঙের পোশাক পরিধান করবে। তোমাদের (জীবিতরা) যেন সাদা পোশাক পরিধান করে এবং মৃতদেরকে সাদা কাপড় দিয়ে কাফন দেয়। কেননা সাদা কাপড় তোমাদের সর্বোত্তম পোশাক।" (শামায়েলে তিরমিজি, হা: নং: ৫৩, মান- ছহিহ)

জানা প্রয়োজন: যেকোনো রঙের কামিস বা জুব্বা পরিধান করলেই পোশাক পরিধানের সুন্নাহ আদায় হবে। তবে সাদা রঙের পোশাক পরিধান করা উত্তম।

✍ মহিলাদের পোশাকের ঝুল পায়ের পাতা হতে অতিরিক্ত এক হাত বাড়তি রাখা সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ "فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: "يُرْخِينَ شِبْرًا" فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ؟ قَالَ: "فَيُرْخِينَ ذِرَاعًا، لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ"

[৩২] আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- গর্ব-অহংকারের বশীভূত হয়ে যে লোক তার পরিধানের কাপড় গোড়ালির নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে পড়ে, আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টি দিবেন না। উম্মে সালামা (রা:) বলেন- মহিলারা তাদের কাপড়ের শেষ মাথা কিভাবে সামলাবে? তিনি বলেন- তার (গোড়ালি হতে) এক বিঘত নিচে রাখবে। তিনি [উম্মে সালামা (রা:)] বললেন- এতে তো তাদের পা উদম হয়ে যাবে? তিনি বললেন- তবে তারা এক হাত পরিমাণ নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখবে, কিন্তু এর বেশি করবে না।" (জামে তিরমিজি, হা: নং: ১৭৩১, মান- সহিহ)

ষষ্ঠ পাঠ

সাজ্জ-সজ্জার মধ্যে পালনীয় সুন্নাহ সম্পর্কে

✍ পুরুষের জন্য গোঁফ বা মোছ কাটা সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَوْفُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ "

[৩৩] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- তোমরা দাঁড়ি লম্বা করবে এবং গোঁফ বা মোছ কেটে ফেলবে।" (সুনানে নাসাঈ, হা:নং:৫০৪৬, মান-সহিহ)

✍ পুরুষদের জন্য বাবড়ি চুল রাখা সুন্নাহ।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ"

[৩৪] হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ এর মাথার (বাবড়ি) চুল কানের অর্ধেক পর্যন্ত যেতো।" (সুনানে নাসাঈ, হা:নং: ৫০৬১, মান-সহিহ)

✍ ডান দিক থেকে চুলের সিথি করা সুন্নাহ।

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ"

[৩৫] আম্মাজান আয়িশাহ (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ প্রত্যেক কাজে ডান দিক থেকে শুরু করাকে পছন্দ করতেন। তাঁর পবিত্রতা অর্জনে, জুতা পরিধানে এবং চুল আঁচড়ানোর ক্ষেত্রেও।" (সুনানে নাসাঈ, হা:নং ৫০৫৯, মান-সহিহ)

✍ ডান হাতে আংটি, ঘড়ি পরিধান করা সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي رَافِعٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.

قَالَ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: هَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ.

[৩৬] হযরত হাম্মাদ ইবনে সালামা (রহি:) বলেন- "আমি ইবনু আবী রাফিকে তার ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি। আমি এই বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন- আমি আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরকে তার ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি। আর আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর বলেছেন- আল্লাহর রছূল ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পড়তেন।" (জামে তিরমিজি, হা:নং: ১৭৪৪, মান-সহিহ)

✍ পুরুষের জন্য রং বিহীন সুগন্ধি ব্যবহার করা আর নারীদের জন্য সুগন্ধি বিহীন রং ব্যবহার করা সুন্নাহ।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي

إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ"

[৩৭] হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- পুরুষের জন্য সুগন্ধি হলো, যার সুগন্ধি আছে কিন্তু রং নেই। আর নারীদের জন্য হলো, যার রং আছে সুগন্ধি নেই।" (সুনানে নাসাঈ, হা: নং: ৫১১৭, মান- সহিহ)

✍ বয়সের কারনে চুল-দাড়ি সাদা হলে, তাতে মেহেদী রং করা সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْمَسْجِدِ، وَقَدْ شَابُوا، فَقَالَ: "خُذُوا هَذَا الشَّيْبَ، وَغَيِّرُوهُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ"

[৩৮] হযরত আবু উমামা (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ আনসারীদের একদলের পাশ দিয়ে মসজিদে অতিক্রম করছিলেন, তাদের দাড়ি ও চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি বললেন: 'তোমরা এই সাদা চুল (শায়ব) নিয়ে নাও এবং মেহেদী ও কাতম দ্বারা তা রঞ্জিত করো। আর তোমরা ইহুদীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করো না।'" (মুসনাদে আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ, হা: নং: ১২৪৫, মান- সহিহ)

✍ জিহাদের মাঠে বুলেট প্রুফ জেকেট বা লৌহবর্ম পরিধান করা সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ، قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا

[৩৯] হযরত ছায়িব ইবনে ইয়াজিদ (রা:) বলেন- "উহুদ যুদ্ধে আল্লাহর রছূল ﷺ এর দেহে দুটি লৌহবর্ম ছিলো। তিনি ঐ দুটির একটিকে অপরটির উপর পরিধান করেছিলেন"। (শামায়েলে তিরমিজি, হা:নং: ৮৩, মান-সহিহ)

✍ জিহাদের মাঠে বুলেট প্রুফ হেলমেট বা শিরস্ত্রাণ পরিধান করা সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ"

[৪০] হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা:) বলেন- "মক্কা বিজয়ের বছর আল্লাহর রছূল ﷺ তার মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিধান করে মক্কায় প্রবেশ করেন। বর্ণনাকারি বলেন- এরপর তা খুলে রাখেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে সংবাদ দিলো যে, ইবনে খাতাল কাবা গিলাফ ধরে ঝুলছে। তিনি বললেন- তোমরা তাকে হত্যা করো।" (শামায়েলে তিরমিজি, হা:নং: ৮৫, মান-ছহিহ)

সপ্তম পাঠ

কতিপয় কর্মে পালনীয় সুন্নাহ সম্পর্কে

✍ টুপি-পাগড়ি ব্যবহার করা সুন্নাহ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

هَٰذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لِنَصَارَى مَدِينَةِ كَذَا وَكَذَا، إِنَّكُمْ لَمَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْنَا سَأَلْتُمُونَا الْأَمَانَ لِأَنْفُسِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ وَأَهَالِيكُمْ وَأَهْلِ مِلَّتِكُمْ، وَاشْتَرَطْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ: أَنَّكُمْ لَا تُحْدِثُونَ فِي مَدِينَتِكُمْ وَلَا فِيمَا حَوْلَهَا دَيْرًا وَلَا كَنِيسَةً ... وَلَا تَتَشَبَّهُونَ بِهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْ لِبَاسِهِمْ وَلَا فِي قَلَنْسُوَتِهِمْ وَلَا عَمَائِمِهِمْ...

[৪১] ২য় খলিফা হযরত উমর (রা:) এর যুগে যখন 'নাজরান' শহরের খ্রিষ্টানরা সন্ধিতে রাজি হলো এবং কর দিতে সম্মত হলো তখন তারা উমর (রা:) এর সাথে একটি চুক্তিনামা করেছিলো। সেই চুক্তির অংশবিশেষ এই যে- "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। এ অমুক শহরের নাসারাদের পক্ষ হতে আল্লাহর বান্দা আমিরুল মুমিনীন উমরের সাথে লিখিত চুক্তি। যখন

আপনারা (মুসলমানগণ) আমাদের শহরে এলেন তখন আমরা আপনাদের নিকট আমাদের সন্তান-সন্ততি ও সর্বস্তরের লোকদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। আমরা নিজের উপর এই শর্ত গ্রহণ করছি যে, এ শহরে এবং এর আশেপাশে আমরা কোনো গির্জা তৈরী করবো না। আমরা মুসলমানদের পোশাক, টুপি, পাগড়ি ইত্যাদিতে সাদৃশ্য গ্রহণ করবো না।" (সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদিস নং: ১৯১৮৬)

✍ ছোট শিশুদের চুম্বন করা সুন্নাহ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ»

[৪২] হযরত আয়িশাহ (রা:) বলেন- "জনৈক বেদুইন নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো- আপনারা কি শিশুদের চুম্বন দেন? কই আমরা তো শিশুদের চুম্বন দেই না। তখন নবী ﷺ বললেন- আল্লাহ যদি তোমার অন্তর হতে দয়া মায়া উঠিয়ে নেন, তবে আমার তাতে কি করার আছে।" (আদাবুল মুফরাদ, হা: নং: ৯১, মান-ছহিহ)

✍ অন্তরের উদারতা প্রকাশ করা সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ"

[৪৩] হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন- "নবী ﷺ বলেছেন- সম্পদের প্রাচুর্য্য দ্বারা মানুষ ধনী হয় না। বরং প্রকৃত ধনী হলো অন্তরের প্রাচুর্য্যতা ও অমুখাপেক্ষীতা।" (আদাবুল মুফরাদ, হা: নং: ২৭৭, মান-সহিহ)

✍ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا"

[৪৪] হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন- "নবী ﷺ বলেছেন- যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না, বড়দের হক (সম্মান) আদায় করে না; সে আমার দলভুক্ত নয়।" (আদাবুল মুফরাদ, হা: নং: ৩৫৫, মান-ছহিহ)

✍ ঝড়-তুফানের সময় নিচের দুয়াটি পাঠ করা সুন্নাহ।

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

অর্থ: হে আল্লাহ! তার সাথে যে কল্যাণ তুমি পাঠিয়েছো তা তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এবং তার সাথে যে অকল্যাণ তুমি পাঠিয়েছো তা হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ»

[৪৫] হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা:) বলেন- "যখন জোরে বাতাস বা ঝড় আসতো, তখন আল্লাহর রছূল ﷺ বলতেন- হে আল্লাহ! তার সাথে যে কল্যাণ তুমি পাঠিয়েছো তা হতে তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এবং তার সাথে যে অকল্যাণ তুমি পাঠিয়েছো তা হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (আদাবুল মুফরাদ, হা: নং: ৭২২, মান-ছহিহ)

✍ মেঘ ডাকা বা বজ্রধ্বনি শুনলে নিচের দুয়াটি পাঠ করা সুন্নাহ।

سُبْحَانَ الَّذِي سَبَّحْتَ لَهُ

অর্থ: পবিত্র সেই সত্তা যার পবিত্রতা মেঘের ডাক বা বজ্রধ্বনি ঘোষণা করলো।

حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ، قَالَ: "سُبْحَانَ الَّذِي سَبَّحْتَ لَهُ" قَالَ: "إِنَّ الرَّعْدَ مَلَكٌ يَنْعِقُ بِالْغَيْثِ، كَمَا يَنْعِقُ الرَّاعِي بِغَنَمِهِ"

[৪৬] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত আছে যে- "যখন তিনি বজ্রধ্বনি শুনতে পেতেন তখন তিনি 'পবিত্র সেই সত্তা যার পবিত্রতা মেঘের ডাক বা বজ্রধ্বনি ঘোষণা করলো' পাঠ করতেন। তিনি বলেন- বজ্রধ্বনিকারী হলেন একজন ফেরেস্তা। তিনি মেঘমালাকে ঠিক তেমনি হাকায়ে চলেন, যেমন রাখাল তার ছাগল পালকে হাকায়ে চলে।" (আদাবুল মুফরাদ, হা: নং: ৭২৭, মান-সহিহ)

অষ্টম পাঠ

চলা-ফেরা ও উঠা-বসায় পালনীয় সুন্নাহ সম্পর্কে

✍ নিচের দিকে তাকিয়ে ধীরস্থিরভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে হাটা-চলা করা সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفُّؤًا، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي صَعَبٍ"

[৪৭] হযরত আলী (রা:) বলেন- "আল্লাহর নবী ﷺ যখন পথ চলতেন তখন সামনের দিকে এমনভাবে ঝুঁকে হাটতেন, মনে হতো তিনি যেন কোনো উঁচুস্থান হতে নিচে নামছেন।" (শামায়েলে তিরমিজি, হা:নং:৯৪, মান-সহিহ)

✍ দুই ফিতাওয়ালা জুতা পরিধান করা সুন্নাহ।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا قِبَالاَنِ

[৪৮] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ এর প্রতিটি জুতার (সেন্ডেল) দুইটি করে ফিতা ছিলো।" (শামায়েলে তিরমিজি, হা: নং: ৫৯, মান-সহিহ)

✍ জুতা পরিধানের সময় ডান পা প্রথমে দেওয়া এবং জুতা খোলার সময় বাম পা প্রথমে খোলা সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى"

[৪৯] হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন- "নবী ﷺ বলেছেন- যখন তোমাদের কেউ জুতা (সেন্ডেল) পরিধান করে তখন সে যেন ডান দিক থেকে আরম্ভ করে। কিন্তু খোলার সময় যেন বাম দিক হতে আরম্ভ করে। আর তাই জুতা (সেন্ডেল) পরিধানে ডান পা প্রথমে দিবে এবং খোলার সময় বাম পা হতে প্রথমে খুলবে।" (শামায়েলে তিরমিজি, হা: নং: ৬৬, মান-সহিহ)

✍ হাই উঠার সময় মুখে হাত দেওয়া সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ فَمَهُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُهُ"

[৫০] হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন- "নবী ﷺ বলেছেন- যখন তোমাদের মধ্যেকার কারো হাই আসে, তখন সে যেন তার হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে। কেননা (তা না করলে) শয়তান মুখে প্রবেশ করে।" (আদাবুল মুফরাদ, হা: নং: ৯৬০, মান-সহিহ)

✍ হাঁচি দেওয়ার পর নিচের দুয়াটি পাঠ করা সুন্নাহ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

অর্থ: যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ"

[৫১] হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন- "নবী ﷺ বলেছেন- "তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয়, তখন সে যেন বলে: ’আলহামদুলিল্লাহ’ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। তখন তার ভাই বা সঙ্গী যেন তাকে বলে: ’ইয়ারহামুকাল্লাহ’ (আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন)। আর যখন সে ’ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলে, তখন (হাঁচিদাতা) যেন বলে: ’ইয়াহদীকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহ বালাকুম’ (আল্লাহ তোমাদের পথ প্রদর্শন করুন এবং তোমাদের অবস্থার সংশোধন করুন)।" (সহীহ বুখারী, হা: নং: ৬২২৪, মান-সহিহ)

✍ উত্তম চরিত্র লাভের জন্য নিচের দুয়াটি পাঠ করা সুন্নাহ।

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ، وَالْعِفَّةَ، وَالْأَمَانَةَ، وَحُسْنَ الْخُلُقِ، وَالرِّضَا بِالْقَدَرِ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সুস্বাস্থ্য, উত্তম চরিত্র, আমানতদারীতা, সুন্দর স্বভাব এবং তাকদিরের সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُوَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ، وَالْعِفَّةَ، وَالْأَمَانَةَ، وَحُسْنَ الْخُلُقِ، وَالرِّضَا بِالْقَدَرِ"

[৫২] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বহুল পরিমাণে এই দুয়া তথা 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সুস্বাস্থ, উত্তম চরিত্র, আমানতদারীতা, সুন্দর স্বভাব এবং তাকদিরের সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি' পাঠ করতেন।" (আদাবুল মুফরাদ, হা: নং: ৩০৮)

✍ রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ الرَّاسِبِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: "اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ"

[৫৩] হযরত আবু বুরযা আসলামী (রা:) বলেন- "আমি বললাম- হে আল্লাহর রছূল ﷺ! আমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন- লোকজনের চলার পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দিবে।" (আদাবুল মুফরাদ, হা: নং: ২২৮, মান-সহিহ)

✍ এক দ্বীনি ভাই অপর দ্বীনি ভাইদের জন্য দুয়া করা সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ،

[৫৪] হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রছূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- "আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে (দ্বীনি ভাইদের জন্য অপর) দ্বীনি ভাইয়ের দুয়া কবূল হয়ে থাকে।" (সহীহ মুসলিম, হা: নং: ২৭৩২, মান-সহিহ)

নবম পাঠ

রোগব্যাধি অবস্থায় করণীয় সুন্নাহ সম্পর্কে

✍ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عِيسَى الأُسْوَارِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " عُودُوا الْمَرِيضَ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ، تُذَكِّرْكُمُ الآخِرَةَ "

[৫৫] হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন- "নবী ﷺ বলেছেন, রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে এবং জানাজার অনুসরণ করবে। তা তোমাকে পরকালের কথা স্বরণ করাবে।" (আদাবুল মুফরাদ, হা:নং: ৫২০, মান-সহিহ)

✍ রোগীকে দেখতে যাওয়ার পর রোগীর শিয়রে বসে কুশল জিজ্ঞাসা করা সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ

[৫৬] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন- "নবী ﷺ যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন তখন তার শিয়রের পাশে বসতেন।" (আদাবুল মুফরাদ, হা: নং: ৫৩৮, মান-সহিহ)

✍ অসুস্থ রোগীকে দেখতে যাওয়ার পর তার শিয়রের পাশে বসে নিচের দুয়াটি পাঠ করা সুন্নাহ।

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشْفِيَكَ

অর্থ: আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যিনি মহান আরশের অধিপতি, তিনি যেন তোমাকে সুস্থ করে দেন।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَادَ الْمَرِيضَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ سَبْعَ مِرَارٍ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشْفِيَكَ، فَإِنْ كَانَ فِي أَجَلِهِ تَأْخِيرٌ عُوفِيَ مِنْ وَجَعِهِ"

[৫৭] হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন- "নবী ﷺ যখন কোনো রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন তখন তার শিয়রের পাশে বসতেন এবং সাতবার এই দুয়া 'আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যিনি মহান আরশের অধিপতি, তিনি যেন তোমাকে সুস্থ করে দেন' পাঠ করে বলতেন। অতঃপর যদি তার মৃত্যু বিলম্বিত হতো, তবে তার রোগ যন্ত্রণা দূর হয়ে যেতো।" (আদাবুল মুফরাদ, হা: নং: ৫৩৮)

✍ জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য শরীরে বেশি পানি ঢালা সুন্নাহ।

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ"

[৫৮] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- জ্বর হলো জাহান্নামের উদগীরণ। অতএব তাকে পানি দ্বারা ঠান্ডা করো।" (মুয়াত্তা ইমাম মালেক (রহি:), হা: নং: ৬/১৬, মান-সহিহ)

✍ অসুস্থ ব্যক্তিকে তালবীনা নামক তরল জাতীয় খাদ্য খাওয়ানো সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ"

[৫৯] আম্মাজান আয়িশা (রা:) হতে বর্ণিত যে- "তিনি রোগীকে এবং কারো মৃত্যুর শোকাতুর ব্যক্তিকে তালবীনা খাওয়ার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন- আমি আল্লাহর রছূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তালবীনা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কলিজা দৃঢ় করে এবং অনেক দুশ্চিন্তা দূর করে দেয়।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫২৮৭, মান-সহিহ)

জানা প্রয়োজনঃ তালবিনা হলো যবের ছাতু, দুধ ও মধু দিয়ে তৈরি অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুন্নতি খাবার, যা ১০-১৫ মিনিটে বানানো যায়। ১ কাপ দুধে ২ টেবিল চামচ যবের ছাতু মিশিয়ে মাঝারি আঁচে ১০-১৫ মিনিট নেড়ে ঘন করুন। এরপর স্বাদমতো মধু, খেজুর ও বাদাম কুচি মিশিয়ে গরম বা ঠান্ডা পরিবেশন করুন। তবে এর মূল উপাদান যবের ছাতু ও দুধ।

✍ অসুস্থ রোগীর জন্য কালো জিরা খাওয়া সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ"

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالسَّامُ الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ

[৬০] হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ কে বলতে শুনেছি- কালো জিরা 'সাম' ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ। ইবনে শিহাব (রহি:) বলেছেন- আর 'সাম' অর্থ মৃত্যু। আর কালো জিরা শূনীয কে বলা হয়।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫২৮৬, মান-সহিহ)

✍ অসুস্থ রোগীকে মধু পান করানো অথবা শিঙ্গা লাগানো সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ"

[৬১] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন- "নবী ﷺ বলেছেন- রোগমুক্তি তিনটি জিনিসের মধ্যে নিহিত। শিঙ্গা লাগানোতে, মধুপানে এবং আগুন দিয়ে গরম দাগ দেওয়ার মধ্যে। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুন দিয়ে গরম দাগ দিতে নিষেধ করি।" (ছহিহ বুখারী, হা:নং: ৫২৭৯, মান- সহিহ)

দশম পাঠ

রাত আগমন করলে করণীয় সুন্নাহ সম্পর্কে

✍ সাজবেলায় নিচের দুয়াটি পাঠ করা সুন্নাহ।

اَللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

অর্থ: হে আল্লাহ! গোপন ও প্রকাশ্যের সব কিছুর জ্ঞানী, আসমানসমূহ ও জমিনের একমাত্র স্রষ্টা, সবকিছু তোমারই নিয়ন্ত্রণে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কোন ইলাহ নাই তুমি ব্যতীত। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমারই নিকট, আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে এবং শয়তান ও তার শিরকের অনিষ্ট থেকে। আর আশ্রয় কামনা করছি নিজের উপর অন্যায় করা থেকে বা সে অন্যায় কোন মুসলিমের উপর চাপিয়ে দেয়া থেকে।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ. قَالَ: "قُلِ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ" قَالَ: "قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ"

[৬২] হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন- "একদা আবূ বকর (রা:) বললেন- হে আল্লাহর রছূল ﷺ; আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা সকাল ও সাজ বেলায় বলবো। তিনি বললেন- তুমি সকালে, সাজ বেলায় ও শোয়ার সময় এই দুয়া 'হে আল্লাহ! গোপন ও প্রকাশ্যের সব কিছুর জ্ঞানী, আসমানসমূহ ও জমিনের একমাত্র স্রষ্টা, সবকিছু তোমারই নিয়ন্ত্রণে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কোন ইলাহ নাই তুমি ব্যতীত। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমারই নিকট, আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে এবং শয়তান ও তার শিরকের অনিষ্ট থেকে। আর আশ্রয় কামনা করছি নিজের উপর অন্যায় করা থেকে বা সে অন্যায় কোন মুসলিমের উপর চাপিয়ে দেয়া থেকে' পাঠ করবে।" (আদাবুল মুফরাদ, হা: নং: ১২১৯, মান-সহিহ)

✍ মাগরিব হতে ইশা পর্যন্ত শিশুদের ঘরে আটকিয়ে রাখা সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ، أَوْ أَمْسَيْتُمْ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا"

[৬৩] হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- যখন রাতের আঁধার নেমে আসে অথবা বলেছেন- যখন সাজ হয়ে যাবে তখন তোমরা আমাদের শিশুদেরকে ঘরে আটকে রাখবে। কেননা এই সময় শয়তান (জ্বিনরা) ছড়িয়ে পড়ে। আর যখন রাতের কিছু অংশ অতিক্রম করবে (অর্থাৎ এশার সময় হয়ে যাবে) তখন তাদেরকে ছেড়ে দিতে পারো।" (আল-লুলু ওয়াল মারজান, হা: নং: ১৩১০, মান-সহিহ)

✍ রাতে শুয়ার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলে ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করা ও বাতি নিভিয়ে দেওয়া সুন্নাহ।

হযরত জাবির (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- তোমরা (শয়নকালে) ঘরের দরজা (জানালা) বন্ধ করবে এবং আল্লাহর নাম স্বরণ করবে। কেননা শয়তান (জ্বিনরা) বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। (উপরোক্ত হাদিসের শেষাংশ)"

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: أَقِلُّوا الْخُرُوجَ بَعْدَ هُدُوءٍ، فَإِنَّ لِلَّهِ خَلْقًا يَبُثُّهُمْ،

وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَغَطُّوا الْجِرَارَ، وَأَوْكِئُوا الْقِرَبَ وَأَكْفِئُوا الآنِيَةَ.

[৬৪] হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- রাত্রি গভির হলে তোমরা গাল-গল্পের মজলিসে বসো না। কেননা তোমরা জানো না যে (রাত্রিতে) আল্লাহ তার কোন জীবকে ছড়িয়ে দেন। (অতএব) তোমরা দরজা সমূহ বন্ধ করে নিবে, পানির কলস সমূহের মুখ আটকে দিবে, খাবারের পাত্র সমূহ উপুর করে রাখবে এবং বাতিসমূহ নিভিয়ে দিবে।" (আদাবুল মুফরাদ, হা: নং: ১২৪৬-১২৪৭, মান-সহিহ)

✍ ঘরে আগুন জ্বালানো থাকলে শোয়ার সময় তা নিভিয়ে দেওয়া সুন্নাহ।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ، فَإِنَّهَا عَدُوٌّ»

[৬৫] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন যে তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন- "তোমাদের ঘরে জলন্ত আগুন রেখে দিবে না, কেননা তা হলো শত্রু।" (আদাবুল মুফরাদ, হা: নং: ১২৪০, মান-সহিহ)

✍ রাত্রে শোয়ার পর নিচের দুয়া পাঠ করা সুন্নাহ।

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا

অর্থ: তোমার নামে হে আল্লাহ! মৃত্যুবরণ করি (ঘুমাই) এবং জীবন লাভ করি।

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا»

[৬৬] হযরত হুযাইফা (রা:) বলেন- "নবী ﷺ যখন ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন তখন এই দোয়া 'তোমার নামে হে আল্লাহ! মৃত্যুবরণ করি (ঘুমাই) এবং

জীবন লাভ করি' পাঠ করতেন।" (আদাবুল মুফরাদ, হা: নং: ১২২২, মান-সহিহ)

✍ রাতে ঘুমানোর পূর্বে নিজ কাপড়ের অংশ দ্বারা বিছানা ঝাড়া সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ

[৬৭] হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- যখন তোমাদের কেউ শয্যা গ্রহণ করবে, তখন সে যেন নিজ কাপড়ের অংশ দ্বারা তার বিছানা ঝেড়ে নেয়। কারণ সে জানে না যে, তার অনুপস্থিতিতে কি কি জিনিস সেখানে এসেছে।" (ছহিহ বুখারী, হা:নং: ৬৩২০, মান-সহিহ)

✍ শয্যা গ্রহণের পর সূরহ ইখলাস, ফালাক ও নাছ দুই হাত একত্রিত করে তা তিনবার পাঠ করে নিজের শরীরে মাসেহ করা সুন্নাহ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، وَ(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ)، وَ(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

[৬৮] আম্মাজান আয়িশা (রা:) বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ প্রতি রাতে বিছানায় গমনের পর তার মোবারক দুটি হাত একত্রিত করে তাতে ফুঁ দিতেন এবং তাতে উপরের তিনটি সূরহ পাঠ করতেন। এরপর শরীরের যতটুকু সম্ভব স্থান দুই হাত দিয়ে মাসেহ করতেন। মাথা, মুখ ও শরীরের সামনের দিক থেকে শুরু করতেন (এভাবে তিনবার করতেন)।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৪/১৯১৬, মান-সহিহ)

✍ রাত্রে শয্যা গ্রহণের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করা সুন্নাহ।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّ سَبْيًا قَدْ أُتِيَ بِهِ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، فَأَتَانَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ لأَقُومَ، فَقَالَ: "عَلَى مَكَانِكُمَا"، فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: "أَلاَ أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَنْ تُكَبِّرَا اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، وَتُسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ"

[৬৯] হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা:) বলেন- "ফাতিমা (রা:) তার নিজ হাতে যাতা ঘুরানোর ফলে ফোসকা পড়ে যাওয়ার অভিযোগ নিয়ে নবী ﷺ এর কাছে গেলেন। তিনি জানতে পেয়েছেন যে তার কাছে কিছু দাসী এসেছে। কিন্তু নবী ﷺ এর সাথে ফাতিমার দেখা হলো না। তিনি আয়িশাহ (রা:) কে ঘটনা বলে এলেন। তিনি বাড়ীতে এলে আয়িশা তাকে অবহিত করলেন। আলী (রা:) বললেন- আল্লাহর রছূল ﷺ আমাদের কাছে এমন সময় আসলেন যখন আমরা ঘুমাতে বিছানায় শুয়েছি। আমরা উঠে যাচ্ছিলাম, তিনি বললেন- উভয়ে নিজের স্থানে থাকো। তিনি এসে আমার ও ফাতিমার মাঝখানে বসলেন। আমি আমার পেটে তার দুই পায়ের স্পর্শ অনুভব করছিলাম। তিনি বললেন- তোমরা যা চেয়েছো আমি তার চেয়েও অধিক কল্যাণকর জিনিসের কথা কি তোমাদের বলে দেব না? যখন তোমরা বিছানায় ঘুমাতে যাবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহ আকবার পাঠ করবে। এটা তোমাদের উভয়ের জন্য খাদেমের চেয়ে উত্তম।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫৩৬১, মান- সহিহ)

আলহামদুলিল্লাহ। আজ ২০/১০/১৪৪৭ হিজরিতে কিতাবটি লেখা শেষ হলো।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ এর লিখিত বইসমূহঃ

১. সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ
২. তা'লিমুত তাওহীদ
৩. তাওহীদ আল ইবাদাহ
৪. ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা
৫. রসূল ﷺ এর শিখানো ছলাত
৬. ইসলাম পালনের মূলনীতি
৭. আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে
৮. মাসজিদে যিরার (লিখিত বক্তব্য)
৯. বিচার দিবস
১০. ইসলামে ব্যক্তিজীবন
১১. ইসলামে পারিবারিক জীবন
১২. ইসলামে সামাজিক জীবন
১৩. মুক্তির পয়গাম
১৪. তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত
১৫. দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা
১৬. ইসলামে মৃত ব্যক্তিদের সম্পদ বণ্টন নীতি
১৭. আল্লাহর পথের পথিক
১৮. গাজওয়াতুল হিন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা
১৯. সীরতে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আরাবী ﷺ
২০. তরজমায়ে সূরহ মুহাম্মাদ (প্রথম পর্ব)
২১. আমরা কি চাই, কেন চাই, কিভাবে চাই
২২. সংক্ষিপ্ত দৈনন্দিন সুন্নাত

অন্তিম প্রকাশনী